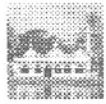

গাউসুল আযম হযরত বড় পীর সাহেব (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে কামেল পীরের গুরুত্ব

গাউসুল আযম হযরত বড় পীর শায়খ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহতা'লার সান্নিধ্যের দরজা যেন তোমাদের অন্তরগুলোর জন্যে বন্ধ না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে তোমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এ ব্যাপারে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হও! তোমাদের তো পথের দিশে নেই। তোমাদের এমন একজন শায়খ তথা পীরের সোহ্বত (সান্নিধ্য) খুঁজতে হবে যিনি আল্লাহ তা'লার হুকুম (বিধান) ও এলম (জ্ঞান) সম্পর্কে জ্ঞানী; আর তিনিই তোমাদেরকে আল্লাহ তা'লার কাছে পৌঁছুবার রাস্তা দেখিয়ে দেবেন। এ পথে সফল ও কল্যাণপ্রাপ্ত (মুফলিহ্)-কে না দেখে কেউই সফল হতে পারে না। উলামাউ উম্মাল তথা ইসলামী জ্ঞান বিশারদ যাঁরা নিজেদের জ্ঞানকে আমল বা প্রয়োগ করে থাকেন, তাঁদের সান্নিধ্য যদি কোনো ব্যক্তি অন্বেষণ না করে, তাহলে তার অবস্থা হবে সেই ডিমের মতো যাকে বাবা মোরগ ও মা মুরগী পরিত্যাগ করেছে।

সত্যের যিনি মালিক সেই মহান আল্লাহর সান্নিধ্য যাঁরা পেয়ে ধন্য, তাঁদের সান্নিধ্য অন্বেষণ কর! তোমাদের প্রত্যেকের যা করণীয়, তা হলো রাত গভীর হলে, মানুষেরা ঘুমোতে গেলে এবং তাদের কণ্ঠস্বর নীরব হলে, উঠে ওযু করে দু'রাকাত নামায পড়া। অতঃপর দোয়া করা : "হে আমার প্রভু! আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ন্যায়নিষ্ঠ বান্দার কাছে পৌঁছুতে আমাকে পথপ্রদর্শন করুন, যাতে করে তিনি আমাকে আপনার দিকে হেদায়াত করেন এবং আপনার পথের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন।" সবব (কারণ) এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আল্লাহতা'লা তো তাঁর বান্দাদেরকে আম্বিয়া (আঃ)গণ ছাড়াই হেদায়াত দিতে সক্ষম ছিলেন। বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন হও! তোমাদের তো পথের দিশে নেই। অসাবধানতাবশতঃ ভুল থেকে তোমাদের জেগে উঠতে হবে। মহানবী (দঃ এরশাদ করেছেন-

"যদি কেউ সম্পূর্ণভাবে নিজের মনোগত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে, তবে সে পথভ্রষ্ট হবে" (আল হাদীস)।

আয়নায় তোমাদের বাহ্যিক চেহারা, পাগড়ী ও চুল দেখার জন্যে যেভাবে তাকাও, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের ধর্মের চেহারা দেখার জন্যে আয়নাসদৃশ এমন কাউকে খোঁজার চেষ্টা কর। এ বিষয়ে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন হও! এ কেমন বোকামির উম্মাদনা? তোমরা বলছো, 'আমাকে শেখাবার জন্যে কারোরই প্রয়োজন নেই'। অথচ রাসূলে আকরাম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

"আল্ মো'মিনু মিরাতুল মোমিন" (আল হাদীস)। অর্থাৎ, এক মো'মিন অপর মো'মিনের জন্যে আয়নাস্বরূপ।

যখন কোনো মো'মিন বান্দার ঈমান (বিশ্বাস) সুদৃঢ় হয়, তখন তিনি সকল সৃষ্টির জন্যে আয়নায় পরিণত হন। সৃষ্টিকুল তাদের ধর্মীয় চেহারার (উজুহ্ আদ্ইয়ানিহিম) প্রতিফলন তাঁর ভাষণের আয়নায়, প্রতিবার তাঁর সাথে সাক্ষাতে এবং সান্নিধ্যে পেয়ে থাকে। এ কেমন পাগলামি? এমন একটি মুহূর্তও বাদ যায় না যখন না তোমরা আল্লাহ তা'লার কাছে তোমাদের যা আছে তার চেয়েও বেশি আহার, পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র, স্ত্রী সহবাসের সুযোগ এবং আয় রোজগার প্রার্থনা কর। এগুলো তো বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবার বস্তু নয়, এমন কি যদি তা দাঈন মুজাব তথা যে সব বান্দার দোয়া কবুল হয় তাঁদের মাধ্যমেও তোমাদের পক্ষে প্রার্থনা করা হয়।

দোয়া বা প্রার্থনা কারো রিযিক (রুটি-রুজি) এক অনুকণা পরিমাণ বাড়াতেও পারে না, কমাতেও পারে না। এটি মাফরূগ মিনহু তথা পূর্ব নির্ধারিত বিষয়। তোমাদের মনোযোগ দিতে হবে যা আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালনে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জনে। তোমাদের ভাগ্যে (তক্দীর) যা নির্ধারিত হয়েছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করা তোমাদের উচিৎ নয়, কেননা আল্লাহ তা'লা তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আক্সাম (বরাদ্দ করা বস্তু) তার নির্দিষ্ট সময়েই আসে, তা মধুর হোক বা তিক্ত, তোমরা পছন্দ করো বা না-ই করো।

এ পথের মানুষেরা এমন এক অবস্থায় (হাল) পৌঁছে যান, যখন তাঁদের আর কোনো দোয়া বা সুওয়াল (অনুরোধ) করার থাকে না। তাঁরা সুবিধাদি পাবার জন্যেও দোয়া করেন না, আবার অসুবিধা দূর করার জন্যেও দোয়া করেন না। তাঁদের দোয়া ও প্রার্থনা এমতাবস্থায় তাঁদের অন্তর সংশ্লিষ্ট বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, কখনো কখনো তাঁদের নিজেদের ওয়াস্তে বা খাতিরে, আর কখনো বা সৃষ্টিকুলের স্বার্থে; তাই তাঁরা সচেতন পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই দোয়া উচ্চারণ করে থাকেন।

"হে আল্লাহ! সকল অবস্থাতেই আপনার হুজুরে (উপস্থিতিতে) আমাদেরকে সুন্দর আচার আচরণ মঞ্জুর করুন!"

ঈমানদারের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হয়, তখন সওম (রোযা), সালাত (নামায), যিকির (স্মরণ) এবং তা'য়াত তথা আনুগত্যের সকল কর্ম তাঁর প্রকৃতি হয়ে যায়, রক্ত মাংসে মিশে যায়। সর্বাবস্থায় তিনি তখন আল্লাহ তা'লার হেফাযত বা সুরক্ষায় থাকেন। হুকুম (বিধান)-এর নিয়ন্ত্রণ তাঁকে ছেড়ে যায় না, এক মুহূর্তের জন্যেও না, যখন তিনি এ পথে চলতে থাকেন। তাঁর প্রভু আল্লাহতা'লার কুদরত (ক্ষমতা)-এর সাগরের ওপর দিয়ে চলার সময় হুকুম (বিধান) জাহাজের মতো হয়ে যায় যার ওপর তিনি বসেন। তিনি এর ওপর বসে ভ্রমণ করতে থাকেন যতক্ষণ না পরকালের সাগর সৈকতে তিনি পৌঁছেন, যে সৈকত দয়ার সাগরের এবং হাতের নৈকট্যের। ফলে তিনি কখনো বা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে থাকেন, আবার নির্দিষ্ট কিছু সময়ে থাকেন তাঁর স্রষ্টার সান্নিধ্যে। তাঁর কাজ ও শ্রম হলো সৃষ্টিকুলের সাথে, আর আরাম বা শ্লথন তাঁর স্রষ্টার কাছে। (আল্ ফাত্হুর রাব্বানী)

অনুবাদ : মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন রাজু

[এ লেখাটি Living Islam শিরোনামের একটি ওয়েবসাইট থেকে অনূদিত]